**ছাদে বাগান ও টব বা পট ব্যবস্থাপনা**

কৃষি প্রধান দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ; আমাদের দেশের মাটি আবহাওয়া ও জলবায়ু সবই কৃষিকাজের জন্যে ভারি অনুকূল। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে যেভাবে প্রতি বছর এক শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে তাতে করে সেটা আমাদের জন্যে বড় ধরনের একটা অশনি সংকেতও বটে। তাই আমাদের ভবিষ্যত কৃষিকে ঢেলে সাজাতে হবে।এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের হাতে প্রচুর টাকা থাকবে কিন্তু সেই টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাওয়ার মত খাবারের যোগান কোথাও পাওয়া যাবেনা। এমন আশঙ্কা বিজ্ঞনীদের। এসব বিবেচনায় ছাদে বাগান করাটা অবশ্যাম্ভাবী।পরিকল্পিত উপায়ে ছাদে বাগান করলে ছাদের কোন ক্ষতি হয়না। তাছাড়া অধুনা স্থাপত্য শৈলীতে প্লান্টার তৈরির জন্যে অভিজাত বাড়িতে ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ছাদে ফুল ফল পিঁয়াজ রসুন আদা হলুদ শাক সবজি থেকে শুরু করে এখন অনেকেই ধান চাষ পর্যন্ত শুরু করেছেন।এ সময়ে হাইব্রীড জাতের বিভিন্ন ফলদ গাছ পাওয়া যায় যা খুব সহজেই টবে করে ছাদে লাগানো যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আপনাকে ভালভাবে জেনে বুঝে এ কাজটি করতে হবে। তাহলে আপনি টবে বা ছাদে বাগান করে আশানুরূপ সুবিধা পাবেন।তাই এ ব্যাপারে আপনাদেরকে একটা সম্যক কারিগরী ধারণা দিতে চেষ্টা করছি।

**টব বা পট নির্বাচন:** মাটি, চিনামাটি, সিমেন্ট, ধাতব, প্লাস্টিক বা কাঁচের তৈরি যেকান ধরনের টব হতে পার্। তবে সাধারণভাবে আমরা কৃষি কাজে যেসব টব ব্যবহার করে থাকি সেগুলো মাটি বা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি এবং কখনো হাইব্রীড জাতের ফলদ চারা লাগানোর জন্যে হাফ ড্রাম ব্যবহার করে থাকি। ফুল, ফল বা বাহারি গাছের জন্যে সাধারণত টব বা পটের ব্যাস ৮-২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে।টবে বা পটে আমরা কি ধরনের গাছ লাগাবো সেটার উপরে নির্ভর করবে আমাদের টব বা পটের সাইজ কেমন হবে।যদি টবে ফল গাছ লাগানোর জন্যে মনস্থির করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে হাফড্রাম ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের টবে লাগাতে পারেন হাইব্রীড জাতের আম, পেয়ারা , জামরুল, জাম্বুরা, সফেদা, কুল, লেবু, কমলা লেবু, আঙ্গুর, ডালিম, প্যাসান ফল ইত্যাদি। ফল বাদে লাগাতে পারেন মুসাণ্ডা, জারুল, ম্যাগনোলিয়া, পান্থপাদপ, বাগান বিলাস, চেরি ইত্যাদি মাঝারী আকারের ফুল ও বাহারি গাছ। সচারচার বাজারে পাওয়া যায় ১২ ইঞ্চি টব। এসব টবে মাঝারী সব ধরনের গাছই লাগাতে পারেন। বিভিন্ন মৌসুমী ফুলের জন্যে এ টব বেশ ভাল। আর ৮ ইঞ্চি সাইজের টবে লাগাতে পারেন ছোট আকারের যে কোন ধরনের গাছ, ফুল বা অন্য কিছু। বস্তুত: আপনি কোন্ ধরনের ফল ফুল বা সুদৃশ্য গাছ লাগাবেন সেটা ঠিক করে পরে টবের আকার নির্বাচন করুন।তবে বড় টবে ছোট গাছ লাগানো যায় কিন্তু ছোট টবে বড় গাছ লাগানো যায় না। সব সময় লক্ষ্য রাখবেন টবের তলায় যেন ছিদ্র থাকে।

**টবের মিশ্রণ:** টবের জন্যে মাটির মিশ্রণ নানান রকমের হতে পারে ।তবে সাধারনত: গাছপালা লাগানোর জন্যে টবের মোট মাটির মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ মাটি এবং এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জৈব সার থাকতে হবে। মনে রাখবেন জৈব সার যেন সম্পূর্ণরূপে পঁচা থাকে।জৈব সার হিসেবে এখন বাজারে চমৎকার কেঁচো সার বা ভার্মিকম্পোস্ট পাওয়া যাচ্ছে।জৈব সার হিসেবে খৈল দিলে, খৈল ভাল করে পঁচিয়ে নিবেন, নচেৎ গাছ মারা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি ঘনমিটার মাটির সাথে ১-২ কিলোগ্রাম হাড়ের গুড়া(যা বোন মিল হিসেবে বাজারে পাওয়া যায়), আধা কেজি হতে এক কেজি পরিমাণ টিএসপি এবং কিছু চুনাপাথর মেশানো যেতে পারে। কিছু না হলেও অর্ধেক দোঁআশ মাটি এবং অর্ধেক জৈব সার দিলেও চলতে পারে। তবে ভাল ফলাফলের জন্যে উপযুক্ত মিশ্রণ তৈরি করাটাই ভাল।

**টব ব্যবস্থাপনা:**

(১) টবে মাটি ভরার সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন টবের উপরিভাগে ১.৫ থেকে ৩.০ সেমি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে, না হলে টবে ঠিকমত সার ও পানি দেয়া যাবে না।

(২) টব থেকে বাড়তি পানি বেরিয়ে যাবার জন্যে টবে এক থেকে তিনটা পর্যন্ত ছিদ্র রাখতে হবে। ছিদ্রের উপরিভাগে ভাঙ্গা টবের ৩/৪ টি খোলা বা কানা কিংবা ইটের টুকরা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ছিদ্রটি আপাত:দৃষ্টিতে ঢাকা পড়ে অথচ বন্ধ না হয়। এর উপরে ২/৩ সেমি পুরু করে ইটের খোয়া বা কয়লা বা শুকনা পাতা বা খড় সাজাতে হবে।

(৩) টবে চারা লাগানোর নানান পদ্ধতি আছে। প্রথমত: টবের আধাআধি পর্যন্ত মাটির মিশ্রণ দিয়ে পূর্ণ করে চারা গাছটি বাম হাম দিয়ে ধরে তার মূল মাটির উপরে ছড়িয়ে ডান হাত দিয়ে মাটির অবশিষ্ট মিশ্রণ ঢেলে দেবেন। এরপর পানি সেচ দিতে হবে।

(৪)টবে চারা লাগানোর পরে টবটিকে ২/৩ দিন ধরে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে তারপরে যথাস্থানে রাখতে হবে।

(৫) টবে পানি দেয়া জরুরী। তবে বিকেল বেলা পানি দেয়া উত্তম। অবশ্য গ্রীষ্মকালে সকাল বিকেল দু’বেলা পানি দিলে ভাল।

(৬) বড় ধরনের টব হলে এবং ফলদ গাছ লাগালে একটু ঠেস দিয়ে রাখা ভাল, যেন ঝড় বাতাসে গাছটি হেলে না পড়ে।

**টবের মাটিতে সার প্রয়োগ:**

মাঠ ফসলের মত টবেই নিয়মিত সার দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।তবে খুব সাবধানতার সাথে এবং বুঝে শুনে রাসায়নিক সার দিতে না পারলে নিশ্চিত করেই আপনার টবের গাছ মারা যাবে। বছরে একবার টবের মাটিতে সম পরিমাণ ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাঝারি ধরনের টবে এ্ মিশ্রণ আধা চামচ পরিমাণ দেয়া যেতে পারে। সার প্রয়োগের পর পানি দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে টবে সারের পরিমাণ নির্ভর করে টবের গাছের আকার আকৃতির উপরে। তবে সাধারনভাবে ছোট ও মাঝারি আকারের টবে কোন রাসায়নিক সার না দেয়াই ভাল। এখন বাজারে নানান ধরনের ট্যাবলেট সার পাওয়া যায়, সেটাও পরিমাণ মত দেয়া যেতে পারে।ট্যাবলেট সার ক’টা কখন কিভাবে প্রয়োগ করবেন সে নির্দেশিকা সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিন।

**টব বদলানো:**

টবে লাগানো গাছের সবচে বড় সমস্যা হলো: ১/২ বছর পর্যন্ত টবের গাছের চেহারা খুব ভাল থাকে। এরপর টবের গাছ ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। এর মূল কারণ হচ্ছে সীমিত জায়গার মধ্যে গাছের শিকড় আর বাড়তে পারে না। শিকড় টবের মধ্যে পেঁচিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ঐ শিকড় অব্দি অনেক খাবার দিলেও খাবার আর গাছে নিতে পারে না। সেজন্যে ফলদ গাছের ক্ষেত্রে বছরে একবার টবের মাটি বদল করতে হবে। এটাকে উদ্যানতত্বের ভাষায় বলে ডিপটিং এবং রিপটিং। এখন কিভাবে এটা করবেন সে সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি।

**ডিপটিং:** ডিপটিং কিছুই না, তাহলো টব বা পট থেকে গাছটিকে তুলে ফেলা।ডিপটিং এর কাজটা করতে হবে খুব সাবধানতার সাথে।যেভাবে ধীরে ধীরে ডিপটিং করবেন, সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি:

(ক) ডিপটিং করার প্রথমে টবটিকে মাটির উপরে শুইয়ে দিয়ে সাবধানতার সাথে টবটিকে কে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করাতে হবে। গড়ানোর ফলে ফলে টবটির গা থেকে মাটি আস্তে আস্তে আলগা হতে থাকবে।তবে এটা করতে হবে জো অবস্থায়, নইলে মাটি আলগা হবে না।

(খ) এরপর ডান হাতের পাঁচ আঙুল ছড়িয়ে টবের মুখ উপুড় করে ধরে বাম হাতের সাহায্যে টব সহ গাছটিকে উল্টো করে ধরে কোন খুঁটির মাথায় কিংবা টেবিলের কোনায় আস্তে আস্তে ঠুঁক দিতে হবে। এরপর মাটি সহ গাছটি টব থেকে আপনিতেই আলাদা হয়ে যাবে।

(গ)ডিপটিং করার পর গাছের শিকড় ভালভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে এখান থেকে নতুন শিকড় বেরুবে যে শিকড় খুব সহজে টবের মাটি থেকে খাবার গ্রহণ করে সুস্থভাবে আবার বাড়তে পারবে।

(ঘ) মনে রাখবেন হাফ ড্রামে লাগানো বড় গাছের ক্ষেত্রে এমনটি করা যাবে না। সেক্ষেত্রে গাছটিকে টবের মধ্যে রেখেই চারপাশ থেকে মাটি তুলে ফেলে পেঁচানো শিকড়গুলো কেটে দিয়ে আবার নতুন করে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।

**রিপটিং:** ডিপটিং করা টবের গাছ আবার নতুনভাবে টবের মধ্যে স্থাপন করাই হলো রিপটিং। যেভাবে রিপটিং করতে হবে:

(ক) আমরা নতুন টবে গাছ লাগানোর সময় যে পদ্ধতি আগে বির্ণনা করেছি সেভাবেই এখানে ডিপটিং করা গাছটিকে আবার নতুনভাবে লাগাতে হবে।

(খ) বলসহ ডিপটিং করা নতুন গাছটি নতুন টবে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন শিকড় ও কাণ্ডের সংযোগ স্থানটি মাটি ঠিক উপরিভাগে থাকে। হাতের তাল ‍দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে।

(গ) রিপটিং করা নতুন গাছটিকে আবার ২/৩ দিন রোদে রেখে পরে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।